গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

নং-২১.০০.০০০০.৩০৯.১৪.০১৬.১৭-১৯ তারিখঃ ২৩ নভেম্বর, ২০১৭

বিষয়ঃ "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কতৃক বাস্তবায়নাধীন "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। উক্ত প্রতিবেদনের উপর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে এ বিভাগকে আগামী এক মাসের মধ্যে অবগত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৩/১১/২০১৭
(মোঃ মোশারফ হোসেন)
পরিচালক
ফোন: ৯১৮০৭৩১

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
২। প্রকল্প পরিচালক,"পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন" প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৩। সদস্য মহোদয় এর একান্ত সচিব, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, আইএমইডি, , ঢাকা।
৬। অফিস কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

পরিদর্শন প্রতিবেদন

১.০ **প্রকল্পের নাম** ঃ "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প"

২.০ **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়** ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

(লক্ষ টাকায়)

৪.০	**প্রাক্কলিত ব্যয়**	ঃ	**মোট**	**টাকা**	**প্রকল্প সাহায্য**	**হ্রাস/বৃদ্ধি**
	৪.১ মূল	ঃ	২,৩৭৮.০০	২,৩৭৮.০০	-	-
	৪.২ ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	ঃ	-	-	-	-

৫.০	**বাস্তবায়নকাল**	ঃ	**আরম্ভ**	**সমাপ্তি**
	৫.১) মূল অনুমোদিত	ঃ	জুলাই, ২০১৬	জুন, ২০২১ খ্রি:
	৫.২) ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	ঃ	-	-

৬. **প্রকল্প এলাকাঃ** রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

৭.১ **পটভূমি :**

দেশের মোট জমির প্রায় ১০ শতাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। এ এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে বাঁশ, বেত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় আনুমানিক প্রায় ১,০০,০০০ হেক্টর বনভূমিতে বাঁশ রয়েছে। তবে জমি দখল, অধিক পরিমাণে বনজ সম্পদ আহরণ, জমি চাষের ধরন পরিবর্তন, অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, জুম চাষ, ফলজ বাগান সৃজন ইত্যাদি কারণে বাঁশ উৎপাদনকারী জমি বছরে ২.৬% হারে কমছে। পার্বত্য এলাকার মাটির ধরন ও আবহাওয়া বাঁশ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

ভৌগলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে এ অঞ্চল অনেক পিছিয়ে আছে। এ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নসহ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঁশ চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন;
- বাঁশ চাষের আওতা বৃদ্ধিকরণ;
- বাঁশভিত্তিক রপ্তানীমুখী কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কাঁচামাল সরবরাহ বৃদ্ধি;
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- বাঁশ বাগান সৃজনের মাধ্যমে মাটির ক্ষয়রোধ/পাহাড়ধস/ভূমিধস হ্রাস।

৭.৩ **অনুমোদন পর্যায় :** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঁশ চাষ এবং এ জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক "পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঁশ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তা গত ১৫/০৩/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপর গত ১৭/০৪/২০১৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে।

৮.০ **প্রকল্পটির মূল কার্যক্রমঃ**

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬ (ছয়) প্রজাতির ১৩,০০০ টি বাঁশ বাগান সৃজন;
২) উপকারভোগীদের মাঝে ২৮,৬০,০০০ টি উন্নত জাতের বাঁশের চারা-কলম বিতরণ;
৩) ২৬০ টি বাঁশ ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
৪) ১৩,২৬০ জন চাষী ও উদ্যোক্তাকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৯.০ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	**মূল দপ্তর ও পদবি**	**দায়িত্বকাল**	**দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)**
জনাব শাহীনুল ইসলাম	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	**২০/০৪/২০১৭** হতে অদ্যাবধি	**অতিরিক্ত**

১০.০ **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ**

ক্র নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলিতি অর্থবছরের (২০১৬-২০১৭) অক্টোবর পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	রাজস্ব ব্যয় :						
১	কর্মকর্তাদের বেতন	০৩ জন	২৮.৮০	০৩ জন	০.৩২	০৩ জন	১.১২
২	কর্মচারীদের বেতন	১৫ জন	৮২.২০	১৫ জন	০.৬৬	১৫ জন	২.৩১
৩	**মোট বেতন**		১১১.০০		০.৯৮		৩.৪৩
ভাতাদি :							
৩	বাসা ভাড়া	১৮ জন	৫৪.৬৩	১৮ জন	০.৪৯	১৮ জন	১.৭০
৪	উৎসব ভাতা	১৮ জন	১৮.৫০	১৮ জন	০.১৭	১৮ জন	০.৫৭
৫	চিকিৎসা ভাতা	১৮ জন	১৬.২০	১৮ জন	০.১৪	১৮ জন	০.৫০
৬	পাহাড়ী ভাতা	১৮ জন	২১.৮৪	১৮ জন	০.২০	১৮ জন	০.৬৬
৭	টিফিন ভাতা	১৮ জন	১.৮০	১৮ জন	০.০১	১৮ জন	০.০৬
৮	শিক্ষা ভাতা	১৮ জন	১০.৮০	১৮ জন	০.০০	১৮ জন	০.০৩
৯	নববর্ষ ভাতা	১৮ জন	১.৮৫	১৮ জন	০.০০	১৮ জন	০.০৭
	মোট ভাতাদি		১২৫.৬২		১.০১		৩.৫৯
সরবরাহ ও সেবা :							
১০	ভ্রমন ব্যয়	১৮ জন	২০.০০	০৯ জন	০.০৭	০৯ জন	০.৬৮
১১	ডাক ও কুরিয়ার বিল	০৩ অফিস	০.৫০	০৩ অফিস	০.০১	০৩ অফিস	০.০২
১২	টেলিফোন, ইন্টারনেট, মোবাইল বিল	০৩ অফিস	৩.৯৬	০	০.০০	০	০.১৩
১৩	গাড়ি রেজিস্ট্রেশন ফি	০৯ টি	৩.০০	০	০.০০	০	০.৪৭
১৪	গ্যাস ও জ্বালানী	১৯ টি	২২.৫০	০	০.০০	০	০.৭৫
১৫	মুদ্রন/প্রকাশনা	০৩ অফিস	৫.৩৫	০৩ অফিস	১.১২	০৩ অফিস	০.৮৭
১৬	ষ্টেশনারী/সীলস/ষ্ট্যাম্প	০৩ অফিস	১০.০০	০৩ অফিস	০.৬১	০৩ অফিস	০.০১
ক্র	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		জুন ২০১৭ পর্যন্ত		চলিতি অর্থবছরের (২০১৬-	

নং				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৭) অক্টোবর পর্যন্ত অগ্রগতি	
১৭	ক) বাঁশ চাষ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ	১৩০০০ জন	১৯৫.০০	৭৮০ জন	১১.৭০	৩০০০ জন	০.০৫
১৮	খ) উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ	২৬০জন	৯.১০	০	০.০০	০	০.০০
১৯	ক) ১.০ একরের ১৩০০০টি বাগানের রোপন সামগ্রী ও অন্যান্য	১৩০০০ টি	৯৮৬.৭০	৭৮০ টি	৫৯.২০	৩০০০ টি	০.৭৩
২০	খ) ১.০ একরের ১৩০০০টি বাগানের গ্যাপ ফিলিং এর রোপন সামগ্রী	১৩০০০ টি	৬৭.৬০	০	০.০০	০	১.০১
২১	ক) ১.০ একরের ১৩০০০টি বাগানের জন্য সার এবং কেমিক্যাল	১৩০০০ টি	৩৯০.০০	৭৮০ টি	৭.৮০	৩০০০ টি	১.৬৫
২২	ক)স্টিয়ারিং কমিটি	১০	৫.০০	০	০.০০	০	০.২৫
২৩	খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন	১০	৫.০০	০	০.০০	০	০.২৫
২৪	গ) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১	৮.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৫	ঘ) প্রোগ্রেস মনিটরিং	থোক	৫.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৬	গ) অন্যান্য অফিস পরিচালনা ব্যয়	০৩ অফিস	১.০০	০	০.০০	০	০.১০
	মোট সরবরাহ ও সেবা		১৭৩৭.৭১		৮০.৫১		৬.৯৭
২৭	মোটর সাইকেল মেরামত	০৯ টি	৫.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৮	কম্পিটার মেরামত	০৪ টি	১.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৯	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	০৩ অফিস	৪.০০	০	০.০০	০	০.২৫
	মোট মেরামত ও সংরক্ষণ		১০.০০		০.০০		০.২৫
৩০	এন্টারপ্রেণারশীপ ডেভেলপমেন্ট বাই এস্ট্যাবলিশিং স্মল কটেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ	২৬০ জন	১৩০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩১	গ্র্যাচুইটি	১৮ জন	৩৬.২২	০	০.০০	০	০.০০
	মোট স্মল কটেজ ও গ্র্যাচুইটি		১৬৬.২২	০.০০	০.০০		০.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়		২১৫০.৫৫	-	৮২.৫০		১৪.৫০
	মূলধন ব্যয় :						
৩২	মোটর সাইকেল	০৯ টি	১৫.৭৫	০	০.০০	০	০.০০
৩৩	ক) নেপসেক স্প্রেয়ার	১৩০০০ টি	১৭৫.৫০	৭৮০ টি	১০.৫৩	৩০০০ টি	০.০০
৩৪	খ) সয়েল টেস্টার ৬টি	০৬ টি	০.৪৮	০	০.০০	০	০.১২
৩৫	ক) ডেস্কটপ কম্পিটার সেট	০৪ সেট	২.৮০	০	০.০০	০	০.৭০
৩৬	খ) স্ক্যানার	০৩ টি	৪.৫০	০	০.০০	০	০.০০
৩৭	গ) অটো ক্যামেরা	০৩ টি	০.৭২	০৩ টি	০.৭২	০	০.০০
৩৮	ঘ) ফ্যাক্স মেশিন	০৩ টি	১.২০	০	০.০০	০	০.৩০
৩৯	ঙ) ফটোকপিয়ার ১টি	০১ টি	১.৫০	০	০.০০	০	০.৩৮
	মোট সম্পদ সংগ্রহ		২০২.৪৫		১১.২৫		১.৫০
	মোট মূলধন ব্যয়		২০২.৪৫		১১.২৫		১.৫০
	প্রাইস কন্টিজেন্সী		২৫.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট ব্যয় (রাজস্ব + মূলধন)	২৩৭৮.০০			৯৩.৭৫		১৫.৪৯

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্পটির বিপরীতে মোট এডিপি বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৯৩.৪৬ লক্ষ টাকা। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৩.৭৫ লক্ষ টাকা (৩.৯৪%) এবং প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ৪২৮.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে এবং এর মধ্যে ১৫.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটি ৫ বছর মেয়াদী। কিন্তু জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অর্থাৎ বাস্তবায়নকালের প্রথম বছর আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৩.৯৪%, যা মোটেও সন্তোষজনক নয়।

১১.০ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ২০১৭ -১৮ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা :

কর্ম-পরিকল্পনা	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সর্বমোট	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
বাগান সৃজন (পরিবার প্রতি ২১৫)	৭৮০ পরিবার	৩০০০ পরিবার	৩,৭৮০ পরিবার	বাস্তবতার নিরিখে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কার্যক্রম একীভূত করে বর্তমান (২০১৭-১৮) অর্থবছরে বাস্তবায়নের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন।
প্রশিক্ষণ	৭৮০ জন	৩০০০ জন	৩,৭৮০ জন	
স্প্রেয়ার মেশিন	৭৮০টি	৩০০০টি	৩,৭৮০টি	
চারার চাহিদা	**১,৬৭,৭০০**	**৬,৪৫,০০০**	**৮,১২,৭০০ টি**	
বিঃ দ্রঃ আগামী ৩০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রতিমাসে গড়ে ১,০০,০০০ চারা রোপনের মাধ্যমে মোট ৬,০০,০০০ চারাসহ চলতি অর্থ বছরে সর্বমোট **১০,০০,০০০** চারা রোপনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এবং উক্ত চারা মে/ জুন, ২০১৮ এর মধ্যে উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।				

১২. বছর ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি বিশ্লেষণ (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	বাজেটের চাহিদা	বাজেট প্রাপ্তি
২০১৬-১৭	৪৩৩.৪৭৪.০০ লক্ষ	৯৩.৭৫
২০১৭-১৮	৬৯৩.৪৬৪.০০ লক্ষ	৪২৮.০০ লক্ষ
মোট=	১,১২৬.৯৩৮ লক্ষ	৫২১.৭৫ লক্ষ

১৩.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যালোচনা :

গত ১২.১১.২০১৭ তরিখে আইএমইডি কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার শিজক এলাকার উন্নতজাতের বাঁশ উৎপাদনের জন্য স্থাপিত দুইটি নার্সারি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক) নার্সারী-১: পরিদশর্নকালে দেখা যায় ৫ একর জমির উপর নার্সারী-১ নামে একটি নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে। এই নার্সারীতে প্রায় ৩ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারা উৎপাদন করা হয়েছে। চারাগুলো বীজ থেকে উৎপাদন করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সূত্রে জানা যায়। কিছু চারা বেশ বড় আবার কিছু চারা ছোট পরিলক্ষিত হয়েছে। বড় চারাগুলো এখনই বাগানে লাগানোর পর্যায়ে আছে। প্রকল্প পরিচালকের সাথে এ বিষয়ে আলাপকালে জানা যায় যায় এখন শুষ্ক মৌসুম বিরাজ করায় চারাগুলো বাগানে লাগানো হলে মরে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই আগামী বর্ষা মৌসুমে অর্থাৎ মার্চ/এপ্রিল মাসে বৃষ্টি শুরু হলে চারাগুলো বাগানে লাগানোর জন্য বিতরণ করা হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, ডিপিপিতে কঞ্চি কলমের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করার কথা থাকলেও পরিদর্শনকালে নার্সারী -১ এ কোন কঞ্চি কলমের মাধ্যমে উৎপাদিত চারাগাছ পরিলক্ষিত হয়নি।

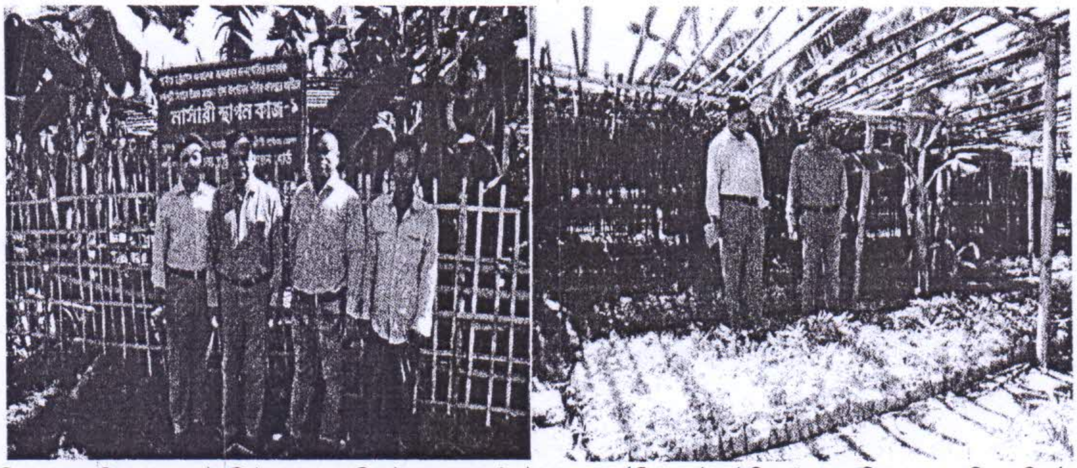

চিত্রঃ রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় স্থাপিত উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন "নার্সারি-১" আইএমইডি কর্তৃক ১২ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করা হয়।

ক) নার্সারী-২: পরিদশর্নকালে দেখা যায় ৪ একর জমির উপর নার্সারী-২ নামে আরো একটি নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে। এই নার্সারীতে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার চারা উৎপাদন করা হয়েছে। চারাগুলো বীজ থেকে উৎপাদন করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সূত্রে জানা যায়। এই নার্সারিতে কঞ্চি কলমের মাধ্যমে উৎপাদিত কিছু চারা থাকলেও তা শুকনা অবস্থায় দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় ও যথাযথ পরিচর্যার অভাবে কঞ্চি কলমের মাধ্যমে উৎপাদিত কিছু চারা মরে যায়। পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এই প্রতিকূলতা দূর করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন।

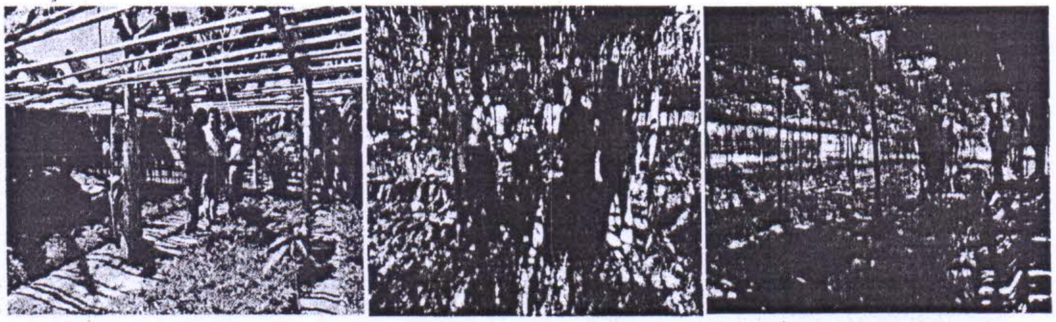

চিত্রঃ রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় স্থাপিত উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন নার্সারি-২ আইএমইডি কর্তৃক ১২ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। (উপরে বর্ণিত ৩ নং চিত্রে কন্চি কলমের মাধ্যমে উৎপাদিত মৃত চারাগাছ)।

অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ২টি নার্সারীতে প্রায় ৬.০০ (ছয়) লক্ষ চারা উৎপাদন করা হয়েছে। আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রতিমাসে গড়ে এক লক্ষ চারা রোপনের মাধ্যমে মোট ছয় লক্ষ চারাসহ চলতি অর্থবছরে সর্বমোট দশ লক্ষ চারা রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত চারা আগামী এপ্রিল থেকে জুন, ২০১৮ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ বর্ষা মৌসুম আরম্ভ হলে চারাগুলো চাষীদের নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী বাগানে রোপনের জন্য বিতরণ করা হবে। প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের মূল কাযক্রমের বাস্তব অবস্থা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলোঃ

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬ (ছয়) প্রজাতির ১৩,০০০ টি বাঁশ বাগান সৃজনঃ ১৩,০০০ টি বাঁশ বাগান সৃষ্টির লক্ষ্যে নার্সারিতে ছয় প্রজাতির চারাগাছ উৎপাদন করা হয়েছে। চারাগুলো আগামী এপ্রিল থেকে জুন, ২০১৮ তারিখের মধ্যে বাগানে রোপন করা হবে।

২) উপকারভোগীদের মাঝে ২৮,৬০,০০০ টি উন্নত জাতের বাঁশের চারা-কলম বিতরণঃ উপকারভোগীদের মাঝে চারাগাছ বিতরণের লক্ষ্যে অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের মধ্যে মধ্যে প্রায় ছয় লক্ষ চারা উৎপাদন করা হয়েছে। আগামী এপ্রিল,২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রায় ১০ (দশ) লক্ষ চারা উৎপাদন করে তা সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হবে মর্মে প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে।

৩) ২৬০ টি বাঁশ ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদানঃ বাঁশ ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সঠিক তালিকার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও তাদেরকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা করা হবে। এর মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হবে মর্মে আশা করা যায়।

৪) ১৩,২৬০ জন চাষী ও উদ্যোক্তাকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানঃ চাষী ও উদ্যোক্তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষন ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাঁশ চাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে চাষীদের তালিকা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। তালিকা অনুযায়ী আগামী মার্চ/এপ্রিল, ২০১৮ মাসের মধ্যে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা পর্যালোচনাঃ

১৪.১ প্রকল্পটির কার্যক্রম জুলাই, ২০১৬ তারিখে আরম্ভ হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্পটির বিপরীতে মোট এডিপি বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৯৩.৪৬ লক্ষ টাকা। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৩.৭৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৩.৯৪%। প্রকল্পটি ৫ বছর মেয়াদী। কিন্তু জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অর্থাৎ বাস্তবায়নকালের প্রথম ১ (এক) বছরে আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৩.৯৪% যা মোটেও সন্তোষজনক নয়;

১৪.২ কঞ্চি কলমের মাধ্যমে কিছু বাশেঁর চারা উৎপাদন করা হলেও তা মৃত অবস্থায় দেখা যায়। যথাযথ পরিচর্যার অভাবে চারাগাছগুলো মরে গেছে মর্মে প্রতিয়মান হয় যা খুবই হতাশাজনক;

১৪.৩ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা অনুযায়ী চাষীদের মাঝে চারা কলম সরবরাহ করার কথা থাকলেও অদ্যাবধি তাদের মধ্যে কোন বাশেঁর চারা প্রদান করা হয়নি।

১৪.৪ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা অনুযায়ী উপকারভোগী চাষীদের তালিকা করে তাদের প্রশিক্ষন দেওয়ার কথা থাকলেও অধ্যাবধি তা করা হয়নি;

১৪.৫ প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরের (২০১৭-১৮) কোন সুনির্দিষ্ট Dated Action plan করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। এর ফলে কোন সময়ের মধ্যে কোন কাজ শেষ হবে তা জানা সম্ভব হয়নি।

১৫.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১৫.১ প্রকল্পটি কার্যক্রম জুলাই, ২০১৬ তারিখে আরম্ভ হয়েছে। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অর্থাৎ বাস্তবায়নকালের প্রথম এক বছরে আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৯৩.৭৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৩.৯৪%। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে হলে প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;

১৫.২ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা অনুযায়ী চাষীদের সঠিক তালিকা তৈরীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে বাশেঁর চারা সরবরাহ করার থাকলেও অদ্যবধি তা করা হয়নি। অর্থবছর অনুযায়ী নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করা না হলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে ও এতে অর্থের অপচয় হয়। এ ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৫.৩ সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত চাষী ও উদ্যোক্তা বাছাই করতে হবে। চাষী ও উদ্যোক্তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেন কোন প্রকার গাফিলতি বা কেউ যেন অবহেলার স্বীকার না হয় এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর পক্ষ থেকে যথাযথ মনিটরিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে;

১৫.৪ কঞ্চি কলমের মাধ্যমে চারা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কঞ্চি কলমের মাধ্যমে উৎপাদিত চারা মরে যাওয়ার কারণ খুজে বের করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে এ ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে;

১৫.৫ মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে অর্থবছর অনুযায়ী সঠিকভাবে Dated Action plan প্রণয়ন করে যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে; এছাড়া বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও সংস্থা পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা বাঞ্চনীয়;

১৫.৬ প্রকল্পের অধীন যেকোন ক্রয়সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতে হলে পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

১৫.৭ সকল কাজ পরিকল্পনা মাফিক বাস্তবায়ন করার বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, কাজের তালিকা প্রনয়ণ করতে হবে এবং সে মোতাবেক work Breakdown Structure (WBS) করে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

১৫.৮ কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক Critical path Method (CPM) অনুসরণ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

১৫.৯ ডিপিপি মোতাবেক নিয়মিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার আয়োজন করতে হবে;

১৫.১০ প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিপূর্ণ Exit Plan প্রণয়নে এখন হতে সচেষ্ট হতে হবে;

১৫.১১ প্রকল্পের Internal ও External অডিট সম্পাদনপূর্বক আইএমইডিতে অবহিত করতে হবে;

১৫.১২ অনুচ্ছেদ ১৫.১-১৫.১১ তে বর্ণিত বিষয়ে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদী সম্পর্কে আইএমইডি'কে যথাশীঘ্র অবহিত করতে হবে।

২৬/১১/২০১৭
(মোঃ মোশারফ হোসেন)

পরিচালক

ই-মেইলনং-mosharafimed_ad@yahoo.com